একটু থামুন

স্মরণ

যে কারণে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতেই বিয়ে করেছিলেন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অতুলনীয় কীর্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ জন্মদিন। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, সংগীত, শিশুতোষ রচনা, পত্রসাহিত্যসহ সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বিস্ময়কর সৃজনী প্রতিভায়। রসসাহিত্য রচনাও তাঁর হাতে পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। বিশ্বকবির জন্মদিনে ‘একটু থামুন’-এর এই বিশেষ আয়োজন...

লেখা : তাপস রায়

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

আঁকা : আসিফুর রহমান

ভূতে বিশ্বাস

কবিগুরুর কাছে একবার এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?

কবি লিখলেন, বিশ্বাস করি বা না করি, তবে তাদের দৌরাত্ম্য মাঝেমধ্যে টের পাই। সাহিত্যে, পলিটিকসে সর্বত্রই একেক সময় তুমুল দাপাদাপি জুড়ে দেয় এরা। দেখেছি, দেখতে ঠিক মানুষের মতো।

নিজের হাত সামলাও

এই ঘটনা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। স্কুল থেকে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বউদি কাদম্বরী দেবীর কাছে ছুটে যেতেন। বউদি তাঁকে মায়ের মতো যত্ন করতেন। স্নেহ ও প্রীতির বাঁধনে ধরা পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাই কোনো দিন কাদম্বরী দেবী কোথাও গেলে রবীন্দ্রনাথের বেজায় অভিমান হতো। ঘর থেকে নিজেই দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার সৃষ্টি করতেন। বলতেন, তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে? আমি কি

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

চৌকিদার!

কাদম্বরী দেবী কিন্তু সব বুঝতেন। তিনিও রাগ দেখিয়ে বলতেন, তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।

মশার পদসেবা

শান্তিনিকেতনে মশার যন্ত্রণা এড়াতে কবিগুরু হাতে-পায়ে তেল ব্যবহার করতেন। কখনো কোনো আগন্তুক উপস্থিত হলে মজা করে বলতেন, ভেবো না যে আমি বুড়ো মানুষ, বাত হয়েছে বলে পায়ে তেল মালিশ করছি। এ মশার ভয়ে। শান্তিনিকেতনের মশারা ভারি নম্র। তারা সারাক্ষণই পদসেবা করে।

বিয়ের গল্প

একবার মৈত্রেয়ী দেবী গুরুদেবের কাছে বিয়ের গল্প শুনতে চাইলে তিনি বললেন, আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। আমার বিয়ে যা-তা করে হয়েছিল। বউঠানেরা বিয়ের জন্য জোরাজুরি শুরু করলে আমি বললাম, তোমাদের যা ইচ্ছা করো। আমার কোনো মতামত নেই।...আমি কোথাও যেতে পারব না।

শুনে মৈত্রেয়ী দেবী অবাক হয়ে বললেন, কেন, আপনি বিয়ে করতেও যাননি?

কবিগুরু ততোধিক অবাক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কেন যাব? আমার একটা মান-সম্মান আছে না?

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে কনের পিত্রালয়ে নয়, জোড়াসাঁকোতেই হয়েছিল।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২১ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK